তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ১৯৪৫

**৩১ মে থেকে স্বাভাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু**

ঢাকা, ১৪ জ্যৈষ্ঠ (২৮ মে):

 বাংলাদেশ ব্যাংক করোনা ভাইরাস সংক্রমণরোধকল্পে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির মেয়াদশেষে ৩১ মে ২০২০ তারিখ হতে স্বাভাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু এবং তফসিলি ব্যাংকসমূহের অফিস ও লেনদেন সময়সূচি সাধারণভাবে পুনঃবহাল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে, বাংলাদেশে কোভিড-১৯ প্রতিরোধে ও নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ক্রমান্বয়ে চালু করার সুবিধার্থে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বাস্থ্যবিধিরসমূহের পরিপূর্ণ পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে।

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট প্রশাসন কর্তৃক ঘোষিত করোনা ভাইরাসসংক্রান্ত মাঝারি ও উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার ব্যাংকের শাখাসমূহের দৈনিক ব্যাংকিং লেনদেনের সময়সূচি পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত সকাল ১০.০০ ঘটিকা হতে দুপুর ২.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত চলবে। এক্ষেত্রে লেনদেন পরবর্তী আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট শাখা এবং প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ প্রয়োজনে বিকাল ৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত খোলা রাখা যাবে। সমুদ্র/স্থল/বিমানবন্দর এলাকায় (পোর্ট ও কাস্টম এলাকা) অবস্থিত ব্যাংকের শাখা/বুথসমূহ সপ্তাহে সাতদিন ২৪ ঘন্টা খোলা রাখার বিষয়ে ০৫/০৮/২০১৯ তারিখের ডিওএস সার্কুলার লেটার নং-২৪ অনুসারে স্থানীয় প্রশাসনসহ বন্দর/কাস্টম কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয়ক্রমে যথাযথ ব্যবস্থাগ্রহণ করতে হবে।

 সরকার কর্তৃক ঘোষিত নির্দেশনা অনুসারে গণপরিবহণ চলাচল সীমিত থাকাকালীন অবস্থায় প্রয়োজনে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অফিসে যাতায়াতের জন্য ব্যাংকের নিজ দায়িত্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ করতে হবে। অফিসের কর্মপরিবেশে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি, অসুস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারি এবং সন্তানসম্ভাবনা নারীগণকে কর্মস্থলে উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

#

আমিনুর/শাহ আলম/বিপু/সন্ধ্যা/মনোজিৎ/২০২০/২১৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯৪৪

**৩১ মে থেকে সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৬টা পর্যন্ত ব্যাংকিং**

ঢাকা, ১৪ জ্যৈষ্ঠ (২৮ মে) :

 বাংলাদেশ ব্যাংকের এক অফিস আদেশে আজ নিম্নোক্ত শর্তাবলী কঠোরভাবে অনুসরণপূর্বক বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল অফিস/বিভাগ আগামী ৩১/০৫/২০২০ তারিখ হতে সকাল ১০.০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৬.০০ ঘটিকা পর্যন্ত (ব্যাংকিং লেনদেনকার্যক্রম সকাল ১০.০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত) খোলা রাখার নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।

শতাবলী :

* স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত ১৩ দফা নির্দেশনা কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে।
* ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি, অসুস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারি এবং সন্তানসম্ভাবনা নারীগণকে কর্মস্থলে উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

#

আতিকুর/শাহআলম/সন্ধ্যা/মনোজিৎ/২০২০/১৯২০

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ১৯৪৩

**১৫ জুন পর্যন্ত সার্বিক কার্যাবলি এবং জনসাধারণের চলাচলের**

**নিষেধাজ্ঞা সীমিত করার সিদ্ধান্ত**

ঢাকা, ১৪ জ্যৈষ্ঠ (২৮ মে):

 করোনা ভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯ এর বিস্তাররোধ এবং পরিস্থিতির উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার আগামী ৩১ মে থেকে ১৫ জুন ২০২০ পর্যন্ত শর্তসাপেক্ষে দেশের সার্বিক কার্যাবলি এবং জনসাধারণের চলাচলের নিষেধাজ্ঞা সীমিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ৫, ৬, ১২ ও ১৩ জুন ২০২০ সাপ্তাহিক ছুটি এ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

 উক্ত নিষেধাজ্ঞাকালীন সকল সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত অফিসসমূহ নিজ ব্যবস্থাপনায় সীমিত পরিসরে খোলা থাকবে। ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি, অসুস্থ কর্মচারী এবং সন্তানসম্ভবা নারীগণ কর্মস্থলের উপস্থিতি থেকে বিরত থাকবেন।

 এক্ষেত্রে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরণের জন্য সর্বাবস্থায় মাস্ক পরিধানসহ স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ কর্তক জারিকৃত ১৩ দফা নির্দেশনা কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। উক্ত নিষেধাজ্ঞাকালীন কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ কর্মস্থল ত্যাগ করতে পারবেন না বলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে।

#

সাইফুল ইসলাম/শাহ আলম/বিপু/২০২০/১৮১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯৪২

**১ জুন থেকে ৪টি অভ্যন্তরীণ রুটে বিমান চলাচল**

ঢাকা, ১৪ জ্যৈষ্ঠ (২৮ মে) :

 সকল স্বাস্থ্যবিধি  ও বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের নীতিমালা অনুসরণ করে আগামী ০১/০৬/২০২০ খ্রিঃ তারিখ হতে সীমিত পরিসরে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও সৈয়দপুর এই চারটি অভ্যন্তরীণ রুটে বিমান  চলাচল করবে।

 বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের একই আদেশে আজ আন্তর্জাতিক রুটে সিডিউল পেসেঞ্জার ফ্লাইটে যাত্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে বিমান চলাচল নিষেধাজ্ঞা ১৫ জুন, ২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

 এ নিষেধাজ্ঞা পূর্বের ন্যায় বাহরাইন, ভুটান, হংকং, ভারত, কুয়েত, মালয়েশিয়া,  মালদ্বীপ,  নেপাল, ওমান, কাতার, সৌদি আরব, শ্রীলঙ্কা,  সিংগাপুর,  থাইল্যান্ড,  তুরস্ক, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও যুক্তরাজ্যের সাথে বিদ্যমান বিমানচলাচল রুটের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে।

 তবে কার্গো, ত্রাণসাহায্য, এয়ার এম্বুলেন্স, জরুরি অবতরণ ও স্পেশাল ফ্লাইট পরিচালনার কার্যক্রম যথারীতি চালু থাকবে।

#

তানভীর/শাহআলম/সন্ধ্যা/মনোজিৎ/২০২০/১৮২০

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯৪১

**দেশের সাতকোটি মানুষ ত্রাণসহায়তার আওতায় এসেছে**

ঢাকা, ১৪ জ্যৈষ্ঠ (২৮ মে) :

 করোনা-পরিস্থিতিতে দেশের প্রায় সাতকোটি মানুষ নানাভাবে সরকারি ত্রাণ ও অর্থসহায়তার আওতায় এসেছে। দেশের সমস্ত কওমি মাদ্রাসায় ঈদের আগে দু’দফায় অর্থসহায়তা এবং বিভিন্ন মসজিদেও অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

 আজ বৃহস্পতিবার (২৮ মে) রাঙ্গুনিয়া উপজেলা পরিষদ হলে করোনা-ভাইরাসের কারণে কর্মহীন খেলোয়াড়দের মাঝে সরকারের পক্ষ থেকে উপহার সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এ তথ্য জানান।

 খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে ড. হাছান মাহমুদ বলেন, করোনা-ভাইরাসের মধ্যে খেলাধুলা বন্ধ থাকায় খেলাধুলার ওপর নির্ভর করে যাদের জীবিকা চলে তারাও অনেকটা কর্মহীন হয়ে পড়েছে। করোনা-ভাইরাস থেকে মুক্ত থাকার জন্য শরীরচর্চাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটা ব্যাপার। সেটি এলাকার মানুষদের উদ্বুদ্ধ করবেন খেলোয়াড়রা। কিছুদিন পরে খেলাধুলোও আমাদের সীমিত আকারে চালু করতে হবে।

 তথ্যমন্ত্রী আরো বলেছেন, আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের ইতিহাসে বৃহত্তম ত্রাণকার্যক্রম পরিচালনা করছেন। মানুষ সরকারের কাছে চায়নি, কোথাও যেতে হয়নি, একটাকা খরচ ছাড়াই মানুষের মোবাইল ফোনে আড়াই হাজার করে টাকা চলে এসেছে। এটি কখনো কেউ ভাবেনি।

 তিনি বলেন, করোনা-ভাইরাসের কারণে দুইমাসের বেশি সমগ্র বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত কর্মকাণ্ড বন্ধ। অনেকের শঙ্কা-আশঙ্কাকে মিথ্যে প্রমাণ করেছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার। এমন বৃহত্তম ও সুপরিকল্পিত ত্রাণকার্যক্রমের কারণে একজন মানুষও আল্লাহর রহমতে অনাহারে মৃত্যুবরণ করেনি। মাসের পর মাস কাযক্রম বন্ধ করে একটি দেশ চলতে পারে না। সেই কারণে উন্নত দেশগুলোতেও আস্তে আস্তে নানা কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে, মানুষ কাজে ফিরে গেছে। আমাদেরও ধীরে ধীরে সেই কাজটি করতে হবে। কর্মকাণ্ড শুরু হলেও আমাদের অবশ্যই সচেতন থেকে শারীরিক দুরত্ব বজায় রেখে কাজ করতে হবে। না হলে আমরা নিজেদেরকে স্বাস্থ্যসুরক্ষা দিতে পারবো না।

 আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক ড. হাছান বলেন, সরকারের পাশাপাশি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকেও সারাদেশে প্রায় এককোটি বিশ লক্ষ মানুষের কাছে ত্রান পৌঁছে দেয়া হয়েছে।

 উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মো. শফিকুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বিশ্বজিৎ বণিক, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার শামসুল আলম তালুকদার, ইউপি চেয়ারম্যান ইদ্রিছ আজগর, নজরুল ইসলাম তালুকদার, ইকবাল হোসেন চৌধুরী মিল্টন, উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আরজু সিকদার।

 উল্লেখ্য, দেশে ছুটি শুরু হবার প্রথম সপ্তাহ থেকে তথ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী এলাকা রাঙ্গুনিয়া উপজেলা ও বোয়ালখালি আংশিক এলাকায় বেছে বেছে সিএনজি, রিক্সা, জীপ ড্রাইভার, নৌকার মাঝিসহ সকল খেটে খাওয়া পেশাজীবিদের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দেয়া হয়েছে। সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে রাঙ্গুনিয়ার ৬০ হাজারের বেশি মানুষের পরিবারে ত্রাণ পৌঁছানো হয়েছে।

#

এমরুল/আকরাম/শাহআলম/সন্ধ্যা/মনোজিৎ/২০২০/১৭২০

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ১৯৪০

**মোবাইল ব্যাংকিংয়ের নগদ অর্থসহায়তা কার্যক্রমে অনিয়মঃ**

**২ ইউপি চেয়ারম্যান ও ৩ সদস্যসহ বরখাস্ত হলো ৭১ জনপ্রতিনিধি**

ঢাকা, ১৪ জ্যৈষ্ঠ (২৮ মে):

 সরকারি নিয়ম-নীতির ব্যত্যয় ঘটিয়ে প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত মোবাইল ব্যাংকিংয়ের নগদ অর্থসহায়তা কর্মসূচির সুবিধাভোগীর তালিকা প্রণয়নে ব্যাপক অনিয়ম এবং খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল আত্মসাতের অভিযোগে ২ জন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানসহ ৩ জন সদস্যকে আজ সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। করোনা-ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব শুরু হবার পর এ নিয়ে মোট ৭১ জন জনপ্রতিনিধিকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো। এদের মধ্যে ২৩ জন ইউপি চেয়ারম্যান, ৪৫ জন ইউপি সদস্য, ১ জন জেলা পরিষদ সদস্য এবং ২ জন পৌর কাউন্সিলর।

 আজ সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদ্বয় হলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলাধীন বীরগাঁও ইউপি'র কবির আহমেদ এবং বিজয়নগর উপজেলার বিষ্ণুপুর ইউপি'র মোঃ জামাল উদ্দিন ভূঁইয়া। অপরদিকে, সাময়িক বরখাস্তকৃত ইউপি সদস্যরা হলেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার বীরগাঁও ইউপি'র ২ নং ওয়ার্ডের সদস্য তাহের মিয়া, গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলার রায়েদ ইউপি'র ৮ নং ওয়ার্ডের সদস্য মোঃ বোরহান উদ্দিন এবং একই উপজেলার চাঁদপুর ইউপি'র ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য বিলকিস বেগম।

 তদন্তে তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণের সুপারিশ করেছেন। এ অপরাধমূলক কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে তাদের দ্বারা ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা প্রয়োগ প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে সমীচীন নয় মর্মে সরকার মনে করে। কাজেই স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯ এর ৩৪(১) ধারা অনুযায়ী তাদের স্বীয় পদ হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। একইসময় সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত চেয়ারম্যান ও সদস্যদের পৃথক পৃথক কারণদর্শানো নোটিশে কেন তাদের চূড়ান্তভাবে পদ থেকে অপসারণ করা হবে না, তার জবাব পত্রপ্রাপ্তির ১০ কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়।

#

মাহমুদুল/শাহ আলম/সন্ধ্যা/মনোজিত/২০২০/১৭২৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ১৯৩৯

**স্বাস্থ্য অধিদফতরের কারিগরি নির্দেশনা**

**করোনা প্রতিরোধে সড়ক পথে যাত্রী পরিবহনে করনীয়**

ঢাকা, ১৪ জ্যৈষ্ঠ (২৮ মে):

* যাত্রীবাহী পরিবহন স্টেশনে জরুরী পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে, নিরাপত্তা এবং জীবাণুমুক্তকরণ পদ্ধতি মানসম্মত করতে হবে, সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কোভিড-১৯ এর প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে, এবং মাস্ক, গ্লাভস ও জীবাণুমুক্ত করণ দ্রব্যাদির পর্যাপ্ত মজুদ থাকতে হবে।
* কর্মীদের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা [Health Monitoring system] প্রতিষ্ঠা করুন, প্রতিদিন কর্মীদের স্বাস্থ্য বিষয়ক অবস্থা নথিভুক্ত করুন এবং যারা অসুস্থতা অনুভব করবে তাদের সঠিক সময়ে চিকিৎসা নিতে হবে।
* বাস স্টেশনে আগত এবং নির্গত যাত্রীদের তাপমাত্রা মাপার জন্য স্টেশনের তাপমাত্রা নির্ধারক যন্ত্র স্থাপন করতে হবে। যথাযথ শর্তাবলী মেনে একটি জরুরী এলাকা (Emergency area) স্থাপন করতে হবে; যেসব যাত্রীর শরীরের তাপমাত্রা ৩৭.৩± সেঃ বা ৯৯± ফাঃ এর উপরে থাকবে তাদেরকে ওই জরুরী এলাকায় অস্থায়ী কোয়ারেন্টাইনে রাখতে হবে, এবং প্রয়োজনমতো চিকিৎসা সেবা দিতে হবে।
* বায়ু নির্গমন পদ্ধতি যেন স্বাভাবিক থাকে তা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, বাস চলাচলের সময়ে সর্বোচ্চ বায়ু চলাচল করতে দিতে হবে; যথাযথ তাপমাত্রায় বায়ু চলাচলের জন্য বাসের জানালা খুলে দেয়ার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।
* জনগণের জন্য ব্যবহার্য এবং জনসাধারণের চলাচলের স্থানগুলোকে পরিষ্কার এবং জীবানুমুক্ত করণের হার বাড়াতে হবে। টয়লেট গুলোতে তরল সাবান (অথবা সাবান) থাকতে হবে, সম্ভব হলে হ্যান্ড স্যানিটাইজার এবং হাত জীবাণুনাশক যন্ত্র স্থাপন করা যেতে পারে।
* যাত্রীদের অপেক্ষা করার স্থান, বাস কম্পার্টমেন্ট ও অন্যান্য এলাকা যথাযথ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
* প্রতিবার বাস ছেড়ে যাবার পূর্বে বাসের ভেতরে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে। জনগণের জন্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র যেমন সিটগুলোকে প্রতিনিয়ত পরিষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত করতে হবে, সিট কভার গুলোকে প্রতিনিয়ত ধোয়া, পরিষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
* যাত্রীদের অপেক্ষা করার স্থানে, টিকিট কাউন্টার এবং সকল রুট এর বাস গুলোতে মাস্ক, গ্লাভস ও জীবাণুমুক্ত করণ দ্রব্যাদির পর্যাপ্ত মজুদ থাকতে হবে।
* সম্ভব হলে সকল বাসে এবং অবশ্যই লং রুট এর সকল বাসে হাতে-ধরা থার্মোমিটার থাকতে হবে; যথাযথ স্থানে একটি জরুরী এলাকা স্থাপন করতে হবে যেখানে সন্দেহজনক উপসর্গগুলো যেমন জ্বর ও কাশি আছে এমন যাত্রীদের কে অস্থায়ী কোয়ারেন্টাইনে রাখা যাবে।
* যাত্রীদের এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যক্তিগত সুরক্ষার ক্ষেত্রে জোর দিতে হবে, মাস্ক পরিধান করতে হবে এবং হাতে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর রাখতে হবে।
* যাত্রীদেরকে অনলাইনে টিকেট ক্রয় করার জন্য পরামর্শ দেয়া হচ্ছে, সারিবদ্ধভাবে উঠার সময়ে এবং নেমে যাবার সময়ে যাত্রীদের কে পরস্পর হতে এক মিটারেরও বেশি দূরত্ব বজায় রাখতে হবে, এবং ভীড় এড়িয়ে চলতে হবে।
* যাত্রীদেরকে স্বাস্থ্য সচেতন করার জন্য রেডিও, ভিডিও ও পোস্টারের মাধ্যমে সচেতনতামূলক বক্তব্য প্রদান করতে হবে।
* যুক্তিসঙ্গত ভাবে পরিবহনের ধারণক্ষমতা সজ্জিত করতে হবে, এবং সীমিত আকারে টিকিট বিক্রয়ের মাধ্যমে যাত্রীদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সেসব বাস মাঝারি ও উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন এলাকা হতে ছেড়ে যাবে অথবা পৌঁছাবে অথবা ঐ এলাকা দিয়ে যাবে সেসব ক্ষেত্রে যাত্রীদের কে আলাদা সিটে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে বসতে হবে।
* যদি নিশ্চিত কোভিড-১৯ এর রোগী পাওয়া যায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর গাইড লাইন অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গভাবে জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

#

দীপংকর/আরিফ/২০২০/১৩২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ১৯৩৭

**করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধকল্পে নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ বর্ধিত**

ঢাকা, ১৪ জ্যৈষ্ঠ (২৮ মে):

 করোনা ভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধ এবং পরিস্থিতির উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার আগামী ৩০ মে ২০২০ তারিখের পর নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে দেশের সার্বিক কার্যাবলি এবং জনসাধারণের চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ/সীমিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে:

১. আগামী ৩১ মে ২০২০ থেকে ১৫ জুন ২০২০ পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকবে। ৫, ৬, ১২ ও ১৩ জুন ২০২০ সাপ্তাহিক ছুটি এ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত থাকবে;

**২. নিষেধাজ্ঞাকালে এক জেলা হতে অন্য জেলায় জনসাধারণের চলাচল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত থাকবে। প্রতিটি জেলার প্রবেশ ও বহির্গমন পথে চেকপোস্টের ব্যবস্থা থাকবে। জেলা প্রশাসন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সহয়তায় এ নিয়ন্ত্রণ সতর্কভাবে বাস্তবায়ন করবে। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধকল্পে চলাচলে নিষেধাজ্ঞাকালে জনগণকে অবশ্যই ঘরে অবস্থান করতে হবে। রাত ৮:০০ টা হতে সকাল ৬:০০ টা পর্যন্ত অতীব জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত (প্রয়োজনীয় ক্রয়-বিক্রয়, কর্মস্থলে যাতায়াত, ঔষধ ক্রয়, চিকিৎসা সেবা, মৃতদেহ দাফন/সৎকার ইত্যাদি) কোনোভাবেই বাড়ির বাইরে আসা যাবে না। তবে সর্বাবস্থায়ই বাইরে চলাচলের সময় মাস্ক পরিধানসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। অন্যথায় নির্দেশ অমান্যকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।**

৩. নিষেধাজ্ঞাকালীন জনসাধারণ ও সব কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশমালা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে;

৪. হাটবাজার, দোকান-পাটে ক্রয় বিক্রয়কালে পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখাসহ অন্যান্য স্বাস্থ্য বিধি কঠোরভাবে প্রতিপালন করতে হবে। শপিংমলের প্রবেশমুখে হাত ধোয়ার ব্যবস্থাসহ স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা রাখতে হবে। শপিংমলে আগত যানবাহনসমূহকে অবশ্যই জীবাণুমুক্ত করার ব্যবস্থা রাখাতে হবে। হাটবাজার, দোকানপাট, এবং শপিংমলসমূহ আবশ্যিকভাবে বিকাল ৪:০০টার মধ্যে বন্ধ করতে হবে;

৫. আইন-শৃঙ্খলা, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কার্যে নিয়োজিত সংস্থা এবং জরুরি পরিসেবা, যেমন-ত্রাণ বিতরণ, স্বাস্থ্য সেবা, বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালানি, ফায়ার সার্ভিস, বন্দরসমূহের (স্থল বন্দর, নদীবন্দর এবং সমুদ্রবন্দর) কার্যক্রম, টেলফোন ও ইন্টারনেট, ডাক সেবাসহ অন্যান্য জরুরি ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ও সেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহ, তাদের কর্মচারী ও যানবাহন এ নিষেধাজ্ঞার আওতা-বহির্ভূত থাকবে;

৬. সড়ক ও নৌপথে সকল প্রকার পণ্য পরিবহনের কাজে নিয়োজিত যানবাহন ( ট্রাক, লরি, কার্গো ভেসেল প্রভৃতি) চলাচল অব্যাহত থাকবে;

৭. কৃষি পণ্য, সার, বীজ, কীটনাশক, খাদ্য, শিল্প পণ্য, রাষ্ট্রীয় প্রকল্পের মালামাল, কাঁচাবাজার, খাবার, ঔষধের দোকান, হাসপাতাল ও জরুরি সেবা এবং এসবের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের ক্ষেত্রে এ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না;

৮. চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত চিকিৎসক, নার্স ও কর্মী এবং ঔষধসহ চিকিৎসা সরঞ্জামাদি বহনকারী যানবাহন ও কর্মী, গণমাধ্যম (ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া) এবং ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্কে নিয়োজিত কর্মীগণ এ নিষেধাজ্ঞার আওতা বহির্ভূত থাকবেন;

৯. ঔষধশিল্প, কৃষি এবং উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলো, উৎপাদন ও রপ্তানিমুখী শিল্পসহ সকল কলকারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের নিরাপত্তা এবং স্বাস্থা সেবা নিশ্চিত করে চালু রাখতে পারবে। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ‘বিভিন্ন শিল্প কারখানায় স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরণে নির্দেশনা’ প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে;

১০. নিষেধাজ্ঞাকালীন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা রাখা যাবে না। তবে, অনলাইন কোর্স/ ডিস্টেন্স লার্নিং অব্যাহত থাকবে;

১১. ব্যাংকিং ব্যবস্থা পূর্ণভাবে চালু করার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে;

১২. সকল সরকারি / আধাসরকারি/ স্বায়ত্তশাসিত এবং বেসরকারি অফিসসমূহ নিজ ব্যবস্থাপনায় সীমিত পরিসরে খোলা থাকবে। ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি, অসুস্থ কর্মচারী এবং সন্তান সম্ভবা নারীগণ কর্মস্থলে উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত থাকবেন। এক্ষেত্রে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বাস্থ্য বিধি নিশ্চিতকরণের জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ থেকে জারিকৃত ১৩ দফা নির্দেশনা কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। জরুরি ও অত্যাবশ্যকীয় ক্ষেত্র ব্যতীত সকল সভা ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে আয়োজন করতে হবে;

**১৩. উক্ত নিষেধাজ্ঞাকালে কেউ কর্মস্থল ত্যাগ করতে পারবে না। উক্ত সময়ে শর্তসাপেক্ষে সীমিত পরিসরে নির্দিষ্ট সংখ্যক যাত্রী নিয়ে স্বাস্থ্য সম্মত বিধি নিশ্চিত করে গণপরিবহণ, যাত্রীবাহী নৌযান ও রেল চলাচল করতে পারবে। তবে সর্বাবস্থায় মাস্ক পরিধানসহ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা কঠোরভাবে মেনে চলা নিশ্চিত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করবে;**

১৪. বিমান কর্তৃপক্ষ নিজ ব্যবস্থাপনায় বিমান চলাচলের বিষয় বিবেচনা করবে; এবং

১৫. উক্ত নিষেধাজ্ঞাকালে সকল প্রকার সভা-সমাবেশ, গণ জমায়েত ও অনুষ্ঠান আয়োজন বন্ধ থাকবে। স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণপূর্বক মসজিদসমূহে সর্বসাধারণের জামায়াতে নামাজ আদায় এবং অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়সমূহে প্রার্থনা অনুষ্ঠান অব্যাহত থাকবে।

 মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ আজ এক নির্দেশনায় সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগীয় ও জেলা প্রশাসনকে প্রদত্ত নির্দেশনাবলী বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করেছে।

#

তৌহিদ/দীপংকর/আরিফ/২০২০/১৩২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ১৯৩৮

**স্বাস্থ্য অধিদফতরের কারিগরি নির্দেশনা**

**করোনা মোকাবিলায় সিভিল এভিয়েশনের করণীয়**

ঢাকা, ১৪ জ্যৈষ্ঠ (২৮ মে):

* মহামারীর সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে, ফ্লাইটে (আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণ) উচ্চ দক্ষতার ফিল্টারিং ডিভাইস এবং ফ্লাইটের লোড ফ্যাক্টর থাকা প্রয়োজন। এদের সাথে ফ্লাইটের সময় এবং ফ্লাইট মিশনের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে, ফ্লাইটের মহামারী প্রতিরোধক অবস্থাকে তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়: উচ্চ ঝুঁকি, মাঝারি ঝুঁকি এবং নিম্ন ঝুকি। এছাড়াও বিমানবন্দরের উড্ডয়নের পরিস্থিতি অনুযায়ী, বিমানবন্দরের মহামারী প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের স্তরটি- উচ্চ ঝুঁকি এবং অন্যান্য ঝুঁকির স্তরে বিভক্ত করা যেতে পারে, যা মহামারী পরিস্থিতির ক্রমবর্ধমান অবস্থার সাথে বাস্তবিক অর্থে সমন্বয় করা যাবে।
* বিমানের বায়ুপ্রবাহ বৃদ্ধি করুন। বিমান উড্ডয়নের সময়, সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে সর্বাধিক বায়ুপ্রবাহ নিশ্চিৎ করুন। বিমানটি উড্ডয়নের পূর্বে মাটিতে থাকাকালীন, ব্রিজ লোড সিস্টেমটি ব্যবহার না করা যেতে পারে, এবং বিমানের সহায়ক শক্তি ব্যবস্থা বায়ু চলাচনের জন্য ব্যবহার করা যায়।
* বিমান পরিষ্কার ও জীবাণুমক্তকরণকে জোরদার করুন। বিমানে ব্যবহার উপযোগী জীবাণুনাশক পণ্য নির্বাচন করে বিমান পরিষ্কার এবং জীবানুমুক্তকরণ প্রক্রিয়া পরিচালনা করুন। প্রতিদিনের পরিষ্কার করার এলাকা এবং প্রতিরোধমূলক জীবাণুনাশকরণ এর হার- ফ্লাইটের ঝুঁকি স্তর এবং বিমান পরিচালনার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। বিমানটি যখন সন্দেহজনক যাত্রী বহন করে, তখন এটি সম্পূর্ণরুপে জীবাণুমুক্ত করা উচিত।
* ফ্লাইট চলাকালীন সময় পরিষেবাগুলো সহজলভ্য করুন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে উড্ডয়নের ঝুঁকি স্তর এবং মহামারী প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে, ফ্লাইটে যাত্রীদের তাপমাত্রা পরিমাপ করুন, বিমানের পরিষেবাগুলি অনুকূলকরণ/সহজসাধ্য করুন। যাত্রীদের স্বাভাবিকভাবে বা পৃথকভাবে বা একটি আসন পর পর বসার ব্যবস্থা করুন, বিমানে কোয়ারেন্টাইনের স্থাপন করুন এবং সন্দেহজনক যাত্রীদের জন্য জরুরি অবস্থায় যাত্রীর অবতরণ প্রক্রিয়া স্পষ্টভাবে ঠিক করুন।
* বিমানবন্দরের বায়ুপ্রবাহ বৃদ্ধি করুন। টার্মিনাল কাঠামো, বিন্যাস এবং স্থানীয় জলবায়ু অবস্থার সথে সমন্বয় করে বায়ুপ্রবাহ বৃদ্ধির জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। সঠিক তাপমাত্রায় দরজা এবং জানালা খুলুন; সমস্ত শীতাতপনিয়ন্ত্রণ সিস্টেমটি (all-air condiotioning) ব্যবহার করুন। যথাযথভাবে সমস্ত বিশুদ্ধ বাতাস ব্যবহার করুন এবং বায়ু পরিষ্কার রাখুন।
* বিমানবন্দরের জনসাধারণের চলাচলের এলাকাগুলোর পরিষ্কার এবং জীবাণুনাশকরণকে জোরদার করুন। স্বল্প ঝুঁকিপূর্ণ বিমানবন্দরে প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী পরিষ্কার এবং প্রতিরোধমূলক জীবাণুমুক্তকরণ প্রক্রিয়া পরিচালনা করুন; উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ বিমানবন্দরগুলিতে প্রতিদিনই পরিষ্কার এবং প্রতিরোধমূলক জীবাণুনাশকরণ প্রক্রিয়া পরিচালনা করুন। এবং যাত্রীদের জমায়েত হবার অঞ্চলে যথাযথভাবে জীবাণুনাশকরণের হার বৃদ্ধি করুন। বিমানবন্দরে যদি কোনও নিশ্চিত রোগী বা সন্দেহভাজন যাত্রী পাওয়া যায় তবে পেশাদারের সহায্যে চূড়ান্তভাবে জীবাণুমুক্ত করা প্রয়োজন। বিমানবন্দরগুলো আবর্জনা সরানোর জন্য এবং মাস্ক ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করুন এবং তাদের সংগ্রহ এবং সময়মতে পরিষ্কার করুন।
* ফ্লাইটের জন্য অপেক্ষা করা যাত্রীদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় মনোযোগ দিন। ক্যালিব্রেটেড নন-কনটাক্ট তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ সরঞ্জামের সাহায্যে টার্মিনাল বিল্ডিং সজ্জিত করুন এবং যাত্রীদের হাত পরিষ্কার করা জন্য প্রয়োজনীয় জীবাণুনাশক পণ্য সরবরাহ করুন। বিমানবন্দরে প্রবেশ বা ছেড়ে যাওয়া সমস্ত যাত্রীর তাপমাত্রা পরিমাণ করুন। টার্মিনাল বিল্ডিংয়ে কোয়ারেন্টাইন অঞ্চল স্থাপন করুন এবং জ্বর আক্রান্ত যাত্রীদের নিয়ন্ত্রণে নিতে স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগকে সহযোগিতা করুন।
* মারাত্মক মহামারী পরিস্থিতিতে আক্রান্ত দেশ/অঞ্চল থেকে আগত বিমানগুলোর জন্য, বিমানবন্দরগুলোর একটি বিশেষ পার্কিং এলাকা স্থাপন করা উচিত। যতদূর সম্ভব দূরবর্তী স্ট্যান্ডগুলোতে পার্কিং করা উচিত। মারাত্মক মহামারী পরিস্থিতিযুক্ত দেশ/অঞ্চলগুলো থেকে আগত যাত্রীদের থেকে বিমানবন্দরে ক্রস সংক্রমণ শক্তভাবে প্রতিরোধের জন্য কোয়ারেন্টাইন ওয়েটিং এলাকা স্থাপন, চেক-ইন পদ্ধতিগুলো সহজকরণ, স্পর্শবিহীন বোর্ডিং পদ্ধতি অবলম্বন, বিশেষ প্যাসেজ স্থাপন এবং পুরো সময়ের জন্য সহবস্থার ব্যবস্থাকরণ করা।
* ফ্রন্টলাইনে কাজ করা সিভিল এভিয়েশন কর্মীদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করুন, প্রতিদিন তাপমাত্রা মাপুন এবং যারা অসুস্থ বোধ করেন তাদের উচিত সময় মতো চিকিৎসা গ্রহণ করা। বিমান এবং বিমানবন্দরের ঝুঁকি স্তরের ভিত্তিতে বিভিন্ন সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ব্যক্তিগত সুরক্ষা জোরদার করার জন্য বিমানের কর্মী, বিমানবন্দর নিরাপত্তা কর্মী, বিমানবন্দরের স্বাস্থ্যসেবা কর্মী, রক্ষণাবেক্ষণ কর্মী এবং পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের নির্দেশ দিন।
* জরুরী স্থান, দরকারী লিংক এবং সিভিল এভিয়েশনের মূল কর্মীদের নির্দিষ্ট প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পরিবহন বিমানবন্দর এবং পরিবহন বিমানবন্দরে মহামারী প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রযুক্তিগত নির্দেশিকার (Technical guidelines for Epidemic Prevention and Control in Transport Airlines and Transport Airports) সর্বশেষ সংস্করণটি দেখুন।

#

দীপংকর/আরিফ/২০২০/১৩২০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ১৯৩৬

**ত্রাণ সহায়তা অব্যাহত রেখেছে সরকার**

ঢাকা, ১৪ জ্যৈষ্ঠ (২৮ মে):

       করোনা ভাইরাসের মত দুর্যোগে সারাদেশের সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘবে ত্রাণ সহায়তা অব্যাহত রেখেছে সরকার।
এ পর্যন্ত সারা দেশে সোয়া এক কোটির বেশি পরিবারের ছয় কোটির বেশি মানুষকে ত্রাণ সহায়তা দিয়েছে সরকার।

         ৬৪ জেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২৭ মে পর্যন্ত সারাদেশে জিআর চাল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এক লক্ষ
৮২ হাজার ৬৭ মেট্রিক টন এবং বিতরণ করা হয়েছে এক লক্ষ ৬২ হাজার ১৯৩ মেট্রিক টন। এতে উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা ১ কোটি  ৩৪ লক্ষ ২৩ হাজার ৫০৪ টি এবং উপকারভোগী লোকসংখ্যা ৬ কোটি ৩ লক্ষ ৭৪ হাজার ৬৮২ জন।

       নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে  প্রায় ১০৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে জি আর নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৮১ কোটি ৭৩ লক্ষ
৭২ হাজার ২৬৪ টাকা এবং বিতরণ করা হয়েছে ৭১ কোটি ৮১ লক্ষ ৫৭ হাজার ২৭১ টাকা।  এতে উপকারভোগীর পরিবার সংখ্যা ৭৯ লক্ষ ৫৮ হাজার ৩০৪ টি এবং উপকারভোগী লোক সংখ্যা ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ ১০ হাজার ৮৫৮ জন। শিশু খাদ্য সহায়ক হিসেবে বরাদ্দ ২২ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ১৮ কোটি ৮ লক্ষ ৬৫ হাজার ২২০ টাকা। এতে উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা ৫ লক্ষ ৫৯ হাজার ৭৭৯ টি এবং লোক সংখ্যা ১২ লক্ষ ১৫ হাজার ৭৫৯ জন।

#

সেলিম/দীপংকর/আরিফ/২০২০/১১৪০ ঘণ্টা